দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 1 SEP 2005
পৃষ্ঠা - ৭২ - কলাম - ২

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের বিকল্প হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদকে শিক্ষক সমাজ গ্রহণ করছে না

ইনকিলাব রিপোর্ট : বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের বিকল্প হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদকে গ্রহণ করছেন না মাদ্রাসা শিক্ষক সমাজ। জামায়াতের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত মাদ্রাসা শিক্ষকরা জমিয়াতুল মোদাররেছীনে ক্রমেই ফিরে আসছেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা এম. এ. মান্নানের নেতৃত্বে জমিয়াতুল মোদাররেছীন মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে এ বিষয়টি জামায়াত সমর্থিত মাদ্রাসা শিক্ষকরাও ভুলতে পারছেন না। একক মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেছীনকে বিভক্ত করার খায়েশ নিয়ে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ গঠন করার পর বিগত ৮/১০ বছর যাবত নিয়োগপ্রাপ্ত মাদ্রাসা শিক্ষক যাদের জমিয়াতুল মোদাররেছীনের অতীত গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না তাদেরও জমিয়াতুল মোদাররেছীন সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে। তারা যতই পর্যবেক্ষণ করছেন জমিয়াতুল মোদাররেছীনের অবদান দেখে তারা ততই বিস্মিত হচ্ছেন। মোদাররেছীনের নেতা আলহাজ্ব মাওলানা এম. এ. মান্নানের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ বেড়েই চলছে। জামায়াতে ১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

জমিয়াতুল মোদাররেছীনের বিকল্প

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ইসলামী এ কৃতজ্ঞতাবোধ জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের মন থেকেও দূর করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ নিয়ে যতই ঘাটাঘাটি করা হচ্ছে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের জন্য ততই তা ইতিবাচক হচ্ছে। আর একারণেই জমিয়াতুল মোদাররেছীনের উদ্যোগে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে মাদ্রাসা যেসব শিক্ষক সম্মেলন হচ্ছে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মাদ্রাসা শিক্ষকরা। তাই মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিলের মান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার দাবী উত্থাপনের জন্য জামায়াত কর্তৃক গঠিত মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ হালে পানি পাচ্ছে না। এ সংগঠনের ব্যানারে ২/১টি সম্মেলন করা হলেও জামায়াত-শিবিরের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতির মাধ্যমে করতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, জামায়াত নতুন শিক্ষক সংগঠন গঠন করার পর জমিয়াতুল মোদাররেছীনের কার্যক্রম ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষকরা বুঝতে পারছেন জমিয়াতুল মোদাররেছীনই কেবল মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য একক অরাজনৈতিক সংগঠন। আর এ সংগঠনের অবদানের কারণেই আজ একজন মাদ্রাসা প্রিন্সিপালের স্ট্যাটাস একজন জেলা প্রশাসকের উপরে।

জামায়াতে ইসলামী জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সাবেক মহাসচিব মাওলানা আবদুল লতিফকে বিভ্রান্ত করে তাদের কথিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেছিল। পরবর্তীতে মাওলানা লতিফ জামায়াতের বিভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের সংগঠন ত্যাগ করে আবার জমিয়াতুল মোদাররেছীনে ফিরে এসে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেছেন।

বিগত ২ জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে ত্রিপালের প্যান্ডেলের নীচে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্মেলন ডেকেছিল জামায়াতে ইসলামী। যাতায়াত ভাড়া ও খাবারের টাকা দিয়ে প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে জড়ো করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেক মাদ্রাসা শিক্ষক জামায়াতের বিভ্রান্তি আঁচ করতে পেরে জমিয়াতুল মোদাররেছীনমুখী হচ্ছেন। এমতাবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ এখন মাওলানা সাঈদীর অনেকটা ব্রিফকেস সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এ সংগঠনটি এখন জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মী নির্ভর হয়ে পড়েছে।

নৈরাশ্য শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করতে জামায়াত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার মান দেয়ার যে দাবী তুলেছে এবং স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করছে, এর কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না জামায়াত ঘরানার মাদ্রাসা শিক্ষকরাও। মাদ্রাসা শিক্ষকরা এটাও বুঝতে পারছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার মান দেয়ার দাবী সাময়িক চমক। আর ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার মান দেয়ার অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বজায় রাখা। তারা এটাও বুঝতে শুরু করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার মান দেয়ার জন্য যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে ২/৪টি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয় মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে বাদ দিয়ে সাধারণ শিক্ষার বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর এভাবে একপর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বিষয়সমূহের শিক্ষকগণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বেন। ক্রমান্বয়ে মাদ্রাসাগুলো ও স্কুল-কলেজে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় দেশ ক্রমান্বয়ে আলেম শূন্য হয়ে পড়বে। দেশের মানুষ প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে ওলী-আউলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে একটি ভ্রান্ত মুসলিম জাতিতে পরিণত হবে। আর তখনই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পেছনে থাকা আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধীচক্রের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে এবং দেশকে রানী ইসাবেলার সময়ের মত আর একটি স্পেনে পরিণত করা সম্ভব হবে। আর তখনই এ উপমহাদেশে ইসলামের উত্থান ঠেকানো যাবে।

কিন্তু অলি-আউলিয়া চারণ ভূমি বাংলাদেশের মুসলমানরা তথা মাদ্রাসা শিক্ষকরা এ বিষয়ে অধিক সচেতন। তারা জামায়াতের মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদ গঠনের মূল লক্ষ্য ক্রমেই বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন। আর এ কারণেই স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির দাবী এখন গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। দেশের সকল ইসলামী সংগঠন, ইসলামী জনতা এবং বিভিন্ন স্তরের সচেতন ধর্মপ্রাণ মানুষ উক্ত দাবীতে সোচ্চার হচ্ছেন। মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এবং তৌহিদী জনতা তাদের দাবী আদায়ে এখন বদ্ধপরিকর।